কিরণ

শ্রী সরলাবা৲া দাসী
প্রণীত

শ্রী প্রকাশচন্দ্র দত্ত
প্রকাশিত
১, অক্রূর দত্তের লেন; কলিকাতা।
১৩১৮

[illegible]

হৃদয় কানন হতে
করিয়া কুসুম চয়,
প্রেমের অঞ্জলি, নাথ,
দিনু তব রাঙ্গা পায়।

যাহা কিছু ছিল মোর
সকলি বিলায়ে দেছি;
শুধু গো অন্তরতম,
তব তরে রাখিয়াছি

হৃদয়-উচ্ছ্বাস গুলি
গাঁথিয়া কবিতা হারে
অশ্রু পূত, শুভ্র করি
—প্রদানিতে তব করে।

এ মোর মর্ম্মের অশ্রু
কারে দিব উপহার;
তুমি বিনে কে বুঝিবে
গাথা তব সরলার!

যে দারুণ শোকে মোর
হৃদি অবসন্ন প্রায়;
তোমারি হৃদয়ে শুধু
তারি প্রতিবিম্ব ভায়।

মিলন

শোকের পাশরা বহি
শ্রান্ত ক্লান্ত, আত্মহারা,
হে অর্দ্ধাঙ্গ, আধ টানি
নামাইয়া দাও ত্বরা

শিখিয়াছি তব ঠাঁই
মুক্তি আছে কবিতায় ;
হৃদয়ের ব্যাকুলতা
কভু না নিষ্ফল যায়।

তুমি স্বামী, তুমি গুরু,
তুমি সখা প্রাণেশ্বর ;
কিবা আছে যোগ্য তব,
কোন তুচ্ছ উপহার !

আদরে, সোহাগে, দুঃখে,
ফেলিয়াছি নিরন্তর
তোমার প্রশান্ত বুকে,
যে অশ্রু, তাহারে ধর !

নিবেদন।

গুরুপদ কৃপায় অনুভব করিতে পারি, আত্মা অবিনশ্বর; বুঝিতে পারি উচ্চতর, মহত্তর, অভিনব জীবনান্তরের পথে মৃত্যুই একমাত্র সুনিশ্চিত, বিশ্বাসী সহচর। কিন্তু মোহের জাল আসিয়া সময়ে সময়ে আবৃত করিবার চেষ্টা করে, তাহাকে ছাড়ান যায় না। তাই পৃথিবীতে থাকিয়া, পার্থিব উপায়ে, 'মিরণে'র, মৃন্ময়ীর—আমার লোকান্তরিতা স্নেহময়ী কন্যার স্মৃতিকে ধরিয়া রাখিবার এই উদ্যম। তাই স্বতঃপ্রবাহিত জ্বালাময়ী কবিতায়, অশ্রুমুক্তার মত ছাপার সুন্দর অক্ষরে, তাহার লীলাময়ী মাধুরী ধরিয়া রাখিবার প্রয়াস। তাই এই নশ্বর প্রথায় সেই অবিনশ্বর স্মৃতি জাজ্বল্যমান রাখিবার অতৃপ্ত আকাঙ্খার ফলে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইল। ভাবপ্রসঙ্গে বিজড়িত বলিয়া অন্য কবিতাও ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

এই গ্রন্থ পাঠে আমার মত অভাগিনী কোনও জননীর যদি অন্তরের জ্বালা জুড়ায়, যদি তাঁহার সমবেদনার অশ্রু বিন্দুমাত্রও লাভ করিতে পারি! আর একটী কথা,—

'দেব পদে ভক্তি মনে,
পূজে ধনী বহু ধনে,
সে দেবে কি দীন জনে বনফুলে পূজে না?
নন্দন কানন-মাঝে,
পারিজাত-পুষ্প রাজে,
তা বলে কি বিম্বি পুষ্প সে কাননে ফুটে না!'

আস্মান্ কুটীর,
ভবানীপুর, কলিকাতা;
১লা আশ্বিন, ১৩১৮।

রচয়িত্রী।

শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা।।

মিলন

শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা।

নিবেদি চরণে গুরু, তুমি প্রভু কল্পতরু,
এ দীনার বাসনা পুরাও ;—
ভাবি যেন দিবা নিশি, তোমার ও রূপরাশি,
তুমি নাথ এ প্রাণ জাগাও।

পড়ে আছি অন্ধ কূপে, আলো কর তব রূপে,
ধর জ্বালি জ্ঞানের মশাল ;
সে আলোক অনুসরি, তমিস্রারে পরিহরি,
ঘুরে দেখি ধরণী বিশাল।

নামেতে দাও গো রুচি, এ হৃদয় কর শুচি,
স্থান দাও চরণে তোমার ;
ধরনীর এক কোণে, পড়ে আছি ধরাসনে,
শান্তি দাও হৃদয়ে আমার।

তুমি প্রভু দয়াময়, দাও মোরে পদাশ্রয়,
ঘুচে যাক যত শোক তাপ ;
নিশিদিন করি কত অপরাধ অবিরত
তুমি ক্ষমা কর শত পাপ।

স্মরণ

আশা পূজি তব পদ, দাও মোরে এ সম্পদ,

আর কিছু চাহেনাক মন ;

[illegible] দাওগো মোরে, পূজি তোমা এ অন্তরে,

হৃদি মাঝে পাতিয়া আসন।

তুমি গুরু জটাধারী, তুমি হর তুমি হরি,

তুমি ধ্যান তুমিই ধারণা ;

তুমি দেব মুক্তিদাতা, তুমিই আমার ত্রাতা,

ঘুচাও গো এ ভব যন্ত্রনা !

তব মুখমণ্ডল, সদা প্রেমে ঢল ঢল,

গলে অক্ষ তুলসীর মালা ;

নয়নে অপূর্ব্ব জ্যোতি, বিশ্বের বিমল ভাতি,

এ আশ্রম তব রূপে আলা।

ললাটে চন্দনমাখা, নাসিকা তিলক আঁকা,

সেবা করে যত শিষ্যজনে ;

উৎসাহে মাতিয়া মনে, পূজা করে ও চরণে

সুখে থাকে তব দরশনে।

ভক্ত শিষ্যগণ লয়ে, কেন গো সমাধি হয়ে,

রহিয়াছ অনন্ত বিশ্রামে ;

উঠ প্রভু গুরুদেব, পূজা লও মহাদেব,

জাগ নাথ বারেক আশ্রমে।

মিনতি

সমাধি থেকোনা আর, উঠ প্রভু একবার,
দেখা দাও আমা সবা জনে
মোদের দিয়েছ জ্ঞান, তুমি প্রভু ভগবান,—
ঠেলোনাক এবে শ্রীচরণে।

রহিয়া সংসার মাঝে, ঘুরিয়াছি মিছা কাজে,
করি নাই পথের সম্বল ;
ব্যস্ত স্বার্থ অন্বেষণে, ভুলেছিনু ও চরণে,
মায়া মোহে সদাই চঞ্চল।

তুমি গো আশ্রয় দিয়ে, দুষ্ট মায়া তাড়াইয়ে,
মুক্ত কর সংসার বন্ধন ;
তোমার করুণা ভরে, তব নামে যাই তরে,
সম্বল ওই শ্রীচরণ।

যা আছে কপালে হবে, যাহা দিবে তাই সবে,
অমঙ্গলে মঙ্গলের আশা ;
তুমি ব্রহ্ম সিন্ধু রূপ, আমি অন্ধকার কূপ,
বলবতী হয়েছে পিপাসা।

জীবন-মরণ-পথে, তুমি দেব থেক সাথে,
অন্তিমেতে দিও দরশন ;
জীবন ফুরায়ে এল কোন কাজ নাহি হল
শিওরেতে দাঁড়ায়ে শমন।

দাও মোরে কৃপাবিন্দু, পার কর ভবসিন্ধু,
বল নাথ কি হবে উপায় !
তনয়ারে লও কোলে, পড়ে আছি ধরাতলে,
এ দেহ যে সদা ব্যাধিময়।

নমঃ নমঃ গুরুদেব, পূজা লও মহাদেব,
দূর কর অজ্ঞানতা মোর ;
তোমার চরণে মতি, থাকে যেন এ মিনতি,
ছিঁড়ে দাও যত মায়াডোর।

কে আমি ?

কে আমি ?

আমি ত চিনি না মোরে
কিবা দিব পরিচয় ;
চলেছি আপন পথে
তবু এরা কি সুধায় ।

পরিচয়ে কিবা কাজ
আমি ত বুঝি না ছাই ;
গন্তব্যের পথে শুধু
চলিয়াছি আমি তাই ।

তবে কেন বারবার
জিজ্ঞাসে আমারে সবে ;
পরিচয় বলে যাহা
তাহা এক দিন পাবে ।

চিরদিন রব হেথা !
যাব না কি নিজ ঘরে
সেথায় নিশ্চিন্ত হয়ে
ঘুমাব আরাম করে ।

এখানে শুধুই যে গো
চলা ফেরা চলা সার ।

আবার আসিতে হবে;
আসা যাওয়া বার বার।

চলেছি গন্তব্য পথে
ডাকা ডাকি কেন কর?
সব কাজ মাটি হবে
এখানেতে যদি ধর।

আমি ত ডাকি না কারে;
কেন গো সবাই তবে
সুধায় কতই কথা
দেখা হয়ে পড়ে যবে?

আমারে চিনি না আমি;
আর মোরে সুধায়োনা।
এই বেশ পরিচয়,
চোখে চোখে জানা শোনা।

চল যে যাহার পথে,
পুনঃ ত হবেই দেখা;
সে সময় বোঝা যাবে
কাঁহে কি আছে লেখা।

জীবন পথে।

জীবন পথ।

কে আমি কোথায় এনু
　　　　পরিচয় কিবা ;
কেন বা এসেছি হেথা
　　　　কি কাজে লাগিবা ?

ঘুরিয়া বেড়াই শুধু
　　　　কেহ না সুধায় !
জানিনা অজানা পথে
　　　　চলেছি কোথায় !

বহুদূর হতে যে গো
　　　　এসেছি এখানে ;
চলিতেছি অবিরাম
　　　　কোথায় কে জানে !

কেহত নাহিক হেথা,
　　　　সুধাই কাহারে ?
কেহত আপন ক'রে
　　　　ডাকে না আমারে !

একাই চলেছি পথে
　　　　নাহিক সহায় ;

পরিশ্রান্ত এ প্রাণের
আশ্রয় কোথায় !
নয়নে ঝরিছে অশ্রু
কেহ না মুছায় ;
সকলি আপন তবু
বিশাল ধরায় !
বড় সাধ আশা লয়ে
এসেছিনু হেথা ;
বলা ত হলনা কারে
প্রাণের বারতা ।
এখানে রয়েছি বসে
কার প্রতীক্ষায় ?
শুধু সেই গুরুপদ
লক্ষ্য এ ধরায় ।
তাঁহারি আদেশে একা
চলেছি এ পথে ;
তাঁহারি চরণতরী
বাহি কোন মতে ।
মন মম, কর্ণধার,
বিজনে সহায়,
পড়েছ তুফানে বলে
কেন পাও ভয় !

যেতে হবে।

যেতে হবে।

দুদিনের তরে এসেছ এখানে
পুনঃ যে যাইতে হবে ;
সেরে সুরে লও এ ভবের কাজ,
বাকি না রাখিয়া যাবে।

ভুলে কি গিয়েছ যাওয়ার সে কথা
পাইয়া আপন জনে !
মায়ার ছলনে মোহিত হইয়া
কিবা ভাবিয়াছ মনে !

ভেঙ্গে দাও তবে এ ভবের হাট,
কেনা বেচা কর শেষ ;
বহু দূর পথে যাইতে যে হবে,
সহিতে অনেক ক্লেশ।

এখানে আসিয়া ভুলেছ যাঁহারে,
ভুলেও তাঁহার আঁখি
তোমারে ভোলেনি, জাগিয়া রয়েছে ;
তুমি ভাব, দেছ ফাঁকি !

এ ভুল তোমর ভাঙ্গিবে, যে দিন
মুদিবে নয়ন দুটী ;

স্থির হয়ে যাবে এ দেহ তোমার,
মাটিতে হইবে মাটি।

তাই বলি মন কর সংশোধন,
এখনো থাকিতে বেলা।
ধরিলে শমন ছাড়িবেনা আর
ভুলাবে সকল খেলা।

বারেক রে মন করিও স্মরণ
চরণে, অভয় পাবে;
ঘুচিবে তোমার সব গণ্ডগোল,
দ্বন্দ্ব মিটিয়া যাবে।

দিবসের শেষে, নিমেষে নিমেষে,
মৃত্যুর প্রহর বাজে;
নিমেষে নিমেষে আসিছে সে হেসে
সাধিতে আপন কাজে।

একান্ত হৃদয়ে ভাবিছ যাদের
তারা কি তোমার কেহ?
জনপূর্ণ এই ভব-পান্থশালা
এই কি তোমার গেহ!

ভব-নদী ধারে দাঁড়ায়ে কেনরে;
ধরিতে মানব মন?

গুটাও বাগুরা, যাও সাঁতারিয়া,
দাঁড়ায়ে আপন জন

ঐ পরপারে; ডাকিছে তোমারে,
বাড়ায়ে দিয়েছে কোল;
করনাক হেলা; আসিছে অবেলা;
ভোলরে সংসার ভোল।

চিনেছি তোমারে।

মিরণ

চিনেছি তোমারে

চিনেছি তোমারে আমি,
দেখেছিনু কোন খানে ;
বুঝি ওই নদী তীরে,—
সঠিক পড়ে না মনে।

বুঝি পথে যেতে চলে
তোমারে দেখেছি সেথা ;
বুঝি বিহগীর গীতে
শুনেছি তোমার কথা।

বুঝি সিন্ধু পারে বসি
অনিমিষে চেয়েছিলে ;
বিজনে বিরহ ব্যথা
তরঙ্গে ভাসায়ে দিলে।

হেসেছিল কত হাসি
আকাশেতে চাঁদ তারা ;
মিলন আশ্বাস দিয়ে
ঢেলেছিল সুধাধারা।

উছলিছে সিন্ধু বক্ষ ;
তরী খানি ভেসে যায় ;

কাহার বিরহ গীতি
কে যেন গাহিছে তায় ;

ঝির ঝির নির্ঝরিণী ,
মৃদু মন্দ সমীরণ ;
বিহগী গাহিতেছিল
কাঁপায়ে গহন বন ;

মনে পড়ে মনে পড়ে
ফুটেছিল যূঁই বেলা ;
সে বনে তোমার সাথে
নির্জনে করেছি খেলা ।

ছুটাছুটী লুকোচুরি
ছুঁতে ত নারিনু তোরে ;
তার পর নিত্য আসি
কতই ডেকেছ মোরে ।

হাসি গেছে রঙ্গ গেছে,
এ হৃদয় ভাঙ্গা ঘর ;
তবু তুমি হেথা এসে
সানন্দে বসতি কর ।

জীবনের পথে যেতে
তোমারি পেয়েছি দেখা ;

আর ত দেখিনে কারে—
কি বিচিত্র ভাগ্য লেখা।

তোরে গো চিনেছি আমি,
তুই পরিচিত মোর ;
আমিও ঘুরেছি ঢের
খুঁজে তোরে হে দোসর !

ধ্বনির যে প্রতিধ্বনি
চিরসাথী জান না কি ?
আমারি আসল তুই ;
আমি সখি শুধু মেকি।

কেন নিলে ?

কেন নিলে ?

দিয়ে পুনঃ কেড়ে নিলে
 এ কেমন দয়া তব ?
চারিদিকে দেখ চেয়ে
 পড়ে আছে তারি সব ।

রয়েছে অনন্ত ধরা
 বল সে কোথায় আছে ?
বারেক দেখাও পথ
 যাই আমি তার কাছে ।

ভুলিবার নাহি কিছু :
 কেমনে ভুলিব তারে ?
হৃদে জাগে সে প্রতিমা,
 ভাসি সদা অশ্রুধারে ।

তাঁহার অভাবে হেরি
 চারিদিক শূন্যময় ;
প্রাণের পুতলি মোর
 কেড়ে নিলে দয়াময় !

ঘুরিয়া ফিরিয়া যাবে
কত দিন বর্ষ মাস ?
আমি পড়ে রব হেথা
বুকে লয়ে হা হুতাশ !

যতদিন ছিল হেথা
কত যে ভেবেছি মনে ;
কেমনে সে সুখে রবে
পতিব্রতা পতি সনে।

ঘোষণা রাখিয়ে গেল
অবনিতে কীর্ত্তি তার ;
এ সংসার বিষময়
সহিতে নারিল আর।

এক ফোঁটা আঁখিজল
ফুটিয়া নয়ন কোণে
তখনি মিলায়ে গেল
কি জানি কি ভাবি মনে

কচি কচি শিশুগুলি
দিয়ে গেল করে ধরে ;
আপনি চলিয়া গেল
চির শান্তিময় ঘরে।

রেখ নাথ রেখ তারে
দিযা শত আবরণ ;
তোমার শান্তির কোলে
আমার প্রাণের ধন !

দুদিনের তরে নাথ
রেখে ছিলে মোর কাছে ?
আবার ফিরায়ে নিলে ;
তবু সে আমারি আছে ।

কেন যে আমার বলি
সে যে গো মোদের নয ;
ভ্রান্তিরে আশ্রয় করে
চলেছি মানব দ্বয় ।

রেখেছ যতনে তারে
আমি ভাবিব না আর ,
কি খাবে কোথায় রবে
সকলি তোমার ভার ।

ক্ষীণ সে শরীর খানি
বড় ব্যথা পেয়ে গেছে ;
তোমার শীতল ছায়ে
এখন সে ঘুমায়েছে ।

আমার এ দগ্ধ প্রাণ
কেন তারে খোঁজে এত ;
দশ মাস হল আজ
খুঁজিতেছি অবিরত

তবু যে না পাই দেখা ;
কোথায় মৃণাল মোর ;
কেমনে ছিঁড়িল হায়
ভালবাসা স্নেহ-ডোর !

প্রফুল্ল কমল সে যে
ফুটেছিল ধরা মাঝে ।
কালের ভীষণ স্রোতে—
স্মরিতেও ব্যথা বাজে,

—ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল
সে আমার কোথা চলি ;
নিরমল কান্তি তার
স্মরণে জাগিছে খালি ।

শোভিছে কপালে তার
অনল্প সিন্দুর কোঁটা ;
বারেক দেখাও নাথ
সে রূপের সেই ছটা ।

স্মরণ

স্বপনে দেখেছি তারে ;
কত যে কহিল কথা ;
কথা মনে নাই শুধু
মরমে জাগিছে ব্যথা ।

নয়ন মুদিলে তারে
স্বপনে দেখিতে পাই ;
প্রস্ফুট কমল মুখী
ধরিবারে ছুটে যাই ।

অমনি লুকায়ে পড়ে,
ছুঁতে যে পারি না তারে ;
হৃদয় ভাসায়ে অশ্রু
ঝরে অবিরল ধারে ।

তাহার সে কথা গুলি,
এখন আমার কাণে
ঢালিছে অমৃত ধারা
বিষাদ-করুণ তানে ।

লাবণ্য-শ্যামল মুখে
তার সে নয়ন দুটি
প্রভাত শিশির সম
অন্তরে রয়েছে ফুটি ।

আগমনী।

আগমনী।

আয় মা মিরণ মোর,
ডাকিছে জননী তোর,
নবসাজ দেখি তোরে সেজেছে কেমন ;
পাইয়াছ নব প্রাণ,
পেয়েছ মা নব জ্ঞান,
তোমার সকলি নব হয়েছে এখন।

নব ভাব নব আশা,
নব প্রেম ভালবাসা,
পেয়েছ নূতন ভাষা নব মধুবুলি ;
জগৎ-জননী পেয়ে
তাঁহার কোলেতে শুয়ে
আবার নবীন হল মা তোর সকলি।

নব স্তন দুগ্ধ পিয়ে
নবীন শকতি পেয়ে
নূতন রাজ্যেতে তুমি আছ অধিষ্টিত ;
পাইয়া নূতন কায়া
নব বধূ, কার জায়া,
হলি মা,—নূতন সূত্রে আবার গ্রথিত।

মা তোমার চিন্তা লয়ে,
রয়েছি সকলি সয়ে,
বরষ হইল পূর্ণ ত্যজেছ সংসার ;
শুধু দিন গণিতেছি,
প্রাণপণ করিতেছি,
সেখানে যাইয়া তোরে দেখিব আবার।

এখানেও আমি তোরে
সাজাতেছি প্রাণ ভরে
মানস মন্দিরে মোর করিয়া স্থাপন ;
যে দিন জনমে ছিলে,
যে দিন চলিয়া গেলে,
তার মাঝে যে কদিন ছিলে মা যেমন।

আবার কি স্নেহ নিতে,
আসিবি গো ধরণীতে,
আবার নূতন ভাবে দিতে পরিচয় ?
নিত্যধাম ছাড়ি তুমি
ছাড়িয়া জগৎ স্বামী
আবার সংসারে পুনঃ হবে মা উদয় !

আসিবি মা কার ঘরে,
সে কি গো এমনি করে,
এ মায়ের মত তোরে পেতে দিবে বুক ?

মিরণ

বারেক এস মা কাছে,
স্মৃতি সে ত বটে আছে,
বহুদিন হ'ল তোর দেখিনি যে মুখ।

আছ মা গো সুরপুরে,
আমা হতে বহুদূরে,
স্বর্গের সুষমা মাঝে; সে দেশ কেমন?
দেখা দাও সেই সাজে
আমার হৃদয় মাঝে
ত্রিদিবের বালা তুই,—আমার মিরণ!

আজি এই মহোৎসবে,
আনন্দ করিছে সবে,
আমার হৃদয় মাগো নিরানন্দময়;
কেন বাছা বল মোর,
ঝরে-পোড়া আঁখিলোর,
বিশ্বনাথে সঁপে তবু ঘোচেনা সংশয়।

বৎসরান্তে শিব-সতী
কন্যা রূপে মূর্ত্তিমতী
হয়ে দেখা দিলা আসি; জুড়াল জীবন।
তুইও মা শ্রীশ-সতী,
বৎসরান্তে মূর্ত্তিমতী
হয়ে এলিনে ত তোর জনক-ভবন!

না এসেছ নাই নাই
স্থূল দেহ নাহি চাই,
স্থূল সূক্ষ্ম ভেদাভেদ জ্ঞানের বিলয়;
কি বা দৃশ্য কি অদৃশ্য,
হেরি আমি সারা বিশ্ব।
সত্য শিব সুন্দরের,—মৃন্ময়ীময়।

———————

বিসর্জ্জন।

বিসর্জ্জন!

সে আমার গেছে চলি
ছাড়িয়া এ ধরাধাম।
মিটিয়াছে সব আশা ;
ফুরায়েছে সব কাম।

আমি এবে কেঁদে কেঁদে
বেড়াই পৃথিবী মাঝে ;
মনে হয় সে বুঝি গো
ধরায় লুকায়ে রাজে !

তাই প্রাণ খোঁজে সদা
কায়া স্থলে ছায়া খানি।
খুঁজিয়া আকুল প্রাণ ;
মিছে খোঁজা ; তাহা জানি।

কেঁদে কেঁদে ডেকে ডেকে
পরিশ্রান্ত হল প্রাণ ;
কোথা সে প্রাণের মিণু
বলে দাও ভগবান।

সেই শেষ দিনে তার
আঁখি কি ফিরাতে পারি !
স্বর্গীয় রূপের ছটা
কি হেরিনু মুখে তারি !

তখনো মরণ তার
পাণ্ডুর পরশে হায় !
প্রাণহীন করে নাই
সে উজ্জ্বল প্রতিমায় !

কি জ্যোতি দেখিনু মুখে
কেমনে প্রকাশি বল ;
স্বহস্তে সাজায়ে দিনু
মুছে ফেলে আঁখিজল !

চন্দনে শ্রীমুখ তার
সাজাইয়া দিনু ফুলে ;
সুগন্ধ ফুলের হার
পরাইয়ে দিনু চুলে ;

কণ্ঠে মুক্তার মালা
প্রস্ফুটিত শতদল ;
ঘুমায়ে পড়িল হায়
আঁখি দুটি ছল ছল !

পতি বুকে মাথা রাখি
অভিমানী মিণু মোর
ধরণীতে শেষ রাতি
নিদ্রায় করিল ভোর!

হাতে শাঁখা নোয়া নিয়ে
সীমন্তে সিন্দুর তার
ভাগ্যবতী ছেড়ে গেল
চিরতরে এ সংসার!

আমিও বিদায় দিনু
অশ্রুহীনা মাতা তার;
সকলি মায়ার খেলা
সবি ভুল এ সংসার!

সঙ্কটের শেষ দিনে
তিনটী রতন তার
কাঁদিয়া আকুল হল;
কি বলিব আমি আর!

এমন স্নেহের ধন
সে কেন ছাড়িয়ে গেল;
দেবতার মত স্বামী
কেন তারে ফাঁকি দিল!

মিরণ

শোকেতে ডুবায়ে মোরে
ছিন্ন করি স্নেহ ডোর
বিধাতা হরিলে হায়
একমাত্র কন্যা মোর !

এস মা প্রাণের মিনু
কোলে করি তোরে আয় !
পারিনা থাকিতে আর
হৃদি মোর ফেটে যায় !

পুত্র কন্যা কেঁদে তোর
ডাকিছে কাতর হয়ে ;
হৃদয় বিদীর্ণ হয়
তাদের দেখিলে চেয়ে !

তবু মা অনন্ত সুখে
থাক করি আশীর্ব্বাদ ;
তোরে যেন না পরশে
হেথাকার অবসাদ !

দেখ নাথ পায় যেন
ও রাতুল শ্রীচরণ ;
স্বকরে সাজায়ে দিনু
যে প্রতিমা বিসর্জ্জন !

তোমারি কাজে ।

তোমারি কাজে।

তোমার এ বিশ্বমাঝে
এসেছি তোমারি কাজে
কত দিন ;—তবু সবি বাকি।
কবে তাঁর শেষ হবে
কে তাহা বলিয়া দিবে ?
তোমা ছাড়া আর সবে ডাকি !

জন্ম সে মৃত্যুর তরে।
তবে কেন বুকে ধরে
পড়ে আছি এত ভালবাসা ;
হৃদয় উচ্ছ্বাস কেন
অন্তরে জাগায় হেন
ব্যর্থ প্রেম ; মরীচিকা, আশা !

এ সব ভুলিতে দাও,
চরণে-টানিয়া লও,
ভক্তিময় করে দাও প্রাণ।
সাধিতে তোমার কাজ
উদ্যম জেগেছে আজ
তবাদেশে,—হে কর্ম্ম-প্রধান !

কেবা গেল আগে পিছে,
তার লাগি শোক মিছে,
এখানে যে-আসা কর্ম্মভোগ ;
যে গেল সে গেল চলে
কর্ম্ম অবসান বলে ;
হল তার ভোগের বিয়োগ।

কেন আঁখিজল আসে,
দাঁড়ালে মরণ পাশে ?
—মরণ কি এতই ভীষণ ?
ভঙ্গুর এ দেহ খানি
মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিবে জানি ;
কেন তবে আত্মা করি পণ ?

শিখাও শিখাও তুমি,
চরণ আশ্রিতা আমি,
ত্যজ না ক প্রভু দয়াময়।
বিশ্বপতি বিশ্বনাথ,
ঘুচাও এ শোক তাত,
মায়া শূন্য করগো নিলয়।

চাহিব না কারো পানে,
চলে যাই এক মনে,
সাধিবারে জীবনের কাজ ;

করুণার অশ্রু থাক,
ব্যথা থাক প্রেম থাক,
লুকাইয়া হৃদয়ের মাঝ।

অতৃপ্ত কামনা যত,
তারা ত হিল্লোল মত,
জীবনের ঘাত প্রতিঘাত ;
আমার মাথার কিরে;
সপত্নী মায়ার শিরে,
আজ্ঞা কর, হক বজ্রাঘাত।

লীলাবরণ।

নীলাবরণ।

বসেছিনু নদীকূলে,
পর্ব্বতের পাদমূলে,
দেখিনু কতই স্রোত বহে ধীরে ধীরে ;
দুধারের পর্ব্বত শ্রেণী,
মাঝে বহে স্রোতস্বিনী;
প্রকৃতির ছবি খানি গাঁথিল অন্তরে।

পাষাণ দাঁড়ায়ে আছে।
শবাকারে পড়ে আছে।
ভেদ করি সে পাষাণ বহিছে কেমন ;
প্রকৃতির শোভা হেরি,
শ্যামল বসন পরি
থেকে থেকে কত ভাব করিছে ধারণ।

প্রকৃতি কাহার আশে,
সাজি নব পট্টবাসে,
মুগ্ধা, দাঁড়ায়ে আছে কার প্রতীক্ষায় ?
মিশিবে সন্ধ্যার সনে ;
নিঃশবদে নিরজনে
আবার এমনি করে লইবে বিদায়।

সদাই প্রকৃতি রাণী
সহাস্ত বদন খানি ;
সুসময় অসময় মোদের স্বজন।
কি বসন্তে কিবা শীতে
কিবা দিবা কি নিশীথে
নিত্যই নবীন ভাবে জুড়ায় নয়ন।

দেখিনু পাষাণ ভেদি,
বহিতেছে এক নদী,
নাহিক বিশ্রাম তার ; তবু অল্প জল।
স্বল্প প্রেম হৃদে লয়ে,
আমিও চলেছি বয়ে,
প্রেম-সিন্ধু পানে সদা গভীর অতল।

এমনি চলিতে চাহি,
কুলু কুলু গান গাহি,
মিশিতে অর্ণব স্রোতে অনন্ত মহান ;
আমার প্রাণের গতি,
বহে যেন এই রীতি ;—
সাধ আশা শূন্য তবু চির বেগবান্।

লীলাম্বর নাম ধরে,
পাষাণ সদাই ঝরে,
করিতেছে নিত্য লীলা প্রকৃতির সনে ;

বুঝিতে পারিনে তার
এই গূঢ় ব্যবহার ;
পাষাণের মর্ম্মে অশ্রু এ কোন বিধানে !

আমিও পাষাণ হব,
শোক তাপ নাহি লব,
ঢেলে দিব আঁখিজল ; মাগো বসুন্ধরে,
বিদগ্ধ পতিত ভূমি,
উর্ব্বর হেরিবে তুমি,
যেখানে যা পড়ে আছে মানব অন্তরে !

কেন কাঁদি ?

কেন কাঁদি ?

চলে গেছে সুখ স্বপ্ন
ভেঙ্গে গেছে ঘোর ;
অশনি সম্পাত হেন
বুকে বাজে মোর !

আমার সে সুখ স্বপ্ন
কেন চলে গেল ?
স্মৃতিটি রহিল বুকে
স্বপন ফুরাল !

স্বপন কি সত্য নয় ;
সুধুই স্বপন ?
তবে কেন সত্য হয়
স্বপন-ঘটন ?

দেখিলাম সরোবরে
ফুটেছে নলিনী ;
খেলিছে কমল দলে
অপূর্ব্ব হংসিনী।

হাসিয়া হাসিয়া হংসী
চুমিছে কমলে;
কাঁপিছে তরঙ্গ ভরে
কমলিনী জলে।

সরসীর স্বচ্ছ নীরে
উত্তরিয়া ধীরে
ধরিনু মৃণাল সেই
এ হৃদয় পরে;

কে ডাকি পশ্চাৎ হতে
নির্দ্দয় বচনে
ভেঙ্গে দিল মোহ মোর,
সে সুখ স্বপনে!

টুটে গেল সুখ-স্বপ্ন;
ভেঙ্গে গেল ঘোর;
সেই হতে অবিরত
ঝরে আঁখি মোর!

মিলন-মঙ্গল।

মিলন মঙ্গল।

ম্রিয়মান হয়ে বাছা বিদায় মাগিছ !
কোথায় বিদায় দিব,
কেমনে বিদায় দিব,
কাতর নয়নে কেন অমন চাহিছ !

গৃহ মোর অন্ধকার ;
দুঃখ আজি সবাকার ;
তোর তরে আঁখি নীরে সবাই ভাসিছে।

না রে বাছা সুখে ঝরে
আঁখি আজ তোর তরে
মিলন-মঙ্গলে তোর, গৃহ উজলিছে !

আঁধারিয়া পিতৃ গৃহ
যেতেছ স্বামীর সহ
মিণু মোর, যাত্রা তোর রোধিব কেমনে !

দেখ যত পুর বাসী,
লয়ে কান্না লয়ে হাসি,
গৌরী চলে শিব সাথে কৈলাস ভবনে !

গুরু জনে ভক্তি কর,
হৃদয়েতে শক্তি ধর,
ভক্তিমতী শক্তিমতী করুণা নিলয় !

দেব দ্বিজ আর্ত্ত জনে
নিশি দিন রেখ মনে
জয় যুক্ত হক তোর নবীন আলয় !

মা তোমার স্মৃতি লয়ে প্রতিমা গড়েছি
হৃদয় মন্দিরে মোর প্রতিষ্ঠা করেছি
জীবন্ত প্রতিমা খানি দিয়ে বিসর্জ্জন
কবিতা-কুসুমে পুনঃ করেছি গঠন।

শ্মশানে ।

১ শ্মশানে।

গাছা। !

গৃহ ছেড়ে কেন এলি ঘুমাতে শ্মশানে !
নীরবে শুয়েছ হেথা,
পড়ে আছ স্বর্ণলতা,
সুকুমার কোমলাঙ্গ কেন মা এখানে !

উঠ মাগো কথা কও স্নেহের প্রতিমা !
করেছ কি অভিমান,
তাই কি ত্যজিলে প্রাণ,
মহাঘুমে ঘুমালি কি তাই প্রিয়তমা ?

এসেছি জাগাতে তোরে ; কেন মা ঘুমালে ?
উঠ বৎসে ধীরে ধীরে,
লয়ে যাই ঘরে ফিরে,
প্রাণের মৃণাল কেন অকালে শুকালে ?

ত্যজ গো মা মহানিদ্রা মেল ছুটি আঁখি !
সংসার কর্ত্তব্য ফেলে,
ঘুম তোর কেন পেলে,
তোর যে অনেক কাজ পড়ে আছে বাকি !

মিলন

তারা যে মা অতিশিশু যাদের ত্যজেছ !
এল মা জীবনে তোর
কেন এ ঘুমের ঘোর,
ভাঙ্গিবে কি আর কভু ? নিশ্চিন্তে শুয়েছ !

কথা কও আঁখি মেলি স্নেহলতা মোর !
জন্মান্তের তীর্থ ভূমি,
হেথায় কেন মা তুমি
কচি মেয়ে ?—এ বয়সে তীর্থ সাজে তোর !

চাও গো মা পদ্মমুখি কুসুম কনিকা !
কেন মা এখানে আসি
লুকাইলে হাসিরাশি,
চাঁদ মুখে চুমি দাও ; উঠ প্রাণাধিকা !

শ্মশান-বাসিনী হবি মহামায়া সনে ?
তাই যদি প্রাণ চায়,
ভাল তাই হবে আয় ;
সে পথ দেখায়ে তোরে দিব নিরঞ্জনে !

এই দেখ মাতৃ-হৃদি পবিত্র শ্মশান !
ঐ নাচে মহা মায়া,
চিতাভস্মে ঢাকি কায়া,
এর চেয়ে পূত তর কোথা পাবি স্থান !

আমার হৃদয়াকাশে
এক ধ্রুব তারা
ছিলে তুমি আলো করি
কোথা হলে হারা।
বুঝিয়াছি নীলাকাশে
শত তারা মাঝে
উজ্জ্বল ভাতিছ যথা
সুধাকর রাজে।
দিয়ে গেছ স্মৃতি মোরে
কখনো উন্মনা
তাই লয়ে আছি আমি
হয়ে আনমনা।
মিশিলে অনন্তে গিয়ে,
সীমা নাহি যার
সে অনন্তে লীন হল
প্রতিমা আমার।

আয় তবে উঠে আয় থাকিসনে আর
হেথায় অমন শুয়ে
ভূত বক্ষে মাথা থুয়ে ;
বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ—সময়ের সার !

শ্মশানে শুয়েছ মা গো কাহাদের পাশে ?
এখানে ঘুমায় যারা,
ওরা মা তোমার কারা,
মোর অশ্রুধারা দেখে কেন ওরা হাসে ?

হাসে ওরা ; হায় অজ্ঞ ! হায় চিন্তাহীন !
মোরা চাই আগে পিছে ।
শুধু পিছে চাওয়া মিছে ।
কা'ল ছিল, আজো আছে ; রবে চির দিন ।

প্রকৃতির পানে চেয়ে দেখ মনোরমা ।
মা তোর বলিছে যাহা
নিত্য, চির নিত্য তাহা ;
অবাধে, নির্ভয়ে উঠে আয় প্রিয়তমা !

জাহ্নবী।

জাহ্নবী।

ঐই কি গো স্রোতস্বিনী স্বচ্ছ সুবিমল!
পবিত্র পরশে যার
শোক,তাপ সবাকার
ঘুচে গিয়ে হয় শান্ত শান্তি নিরমল?

আপনার বেগে ধাও আপনার বলে;
উছলিছ কত সুখে
চলিয়াছ শত মুখে
মিশিতে নিয়ত সেই সাগরের সনে।

বসিয়া তোমার তটে রয়েছি চাহিয়া;
তব কুলু কুলু ধ্বনি
জ্যোৎস্নাময়ী এ যামিনী
আধ ভুলে যাওয়া স্মৃতি আনিছে বহিয়া।

শুধু গো চাঁদের আলো পড়িয়াছে জলে;
রূপ যেন নাহি ধরে,
রূপ যেন ফুটে পড়ে,
প্রকৃতির রূপরাশি তব বক্ষঃস্থলে!

বিগলি পাষাণ বক্ষ কে তুমি শীতলা
তরঙ্গে তরঙ্গে উঠে
প্রেমে পড়িতেছ লুটে
ধর্ম্মদ্রবী কে গো তুমি হে পুণ্য সলিলা।

আমার উছলে বুক কত যে বিষাদে!
আমি ও মিশিয়ে যাই,
তোমাতে গলিয়া যাই
আমারে কি লবে সখি মোর এ বিপদে।

তুমি কি আমার দুঃখে হবে সমদুঃখী;
শুনিবে কি দুটি কথা,
আমার প্রাণের ব্যথা,
আমারে কি সুখী করে হবে তুমি সুখী?

পার কি বহিতে সখি এ প্রাণের ভার;
শিখাতে আমারে তান,
ওই কুলু কুলু গান,
সুখময় শান্তিময় জীবনের সার?

পাষাণ বিদীর্ণ করি এসেছ ধরায়!
আমিও পাষাণী সখি
এক বার দেখ দেখি
এ পাষাণ গলাইতে পারিবে কি হায়!

হিমালয় হতে এলে তুমি হিমাঙ্গিনী ;
ত্যজিয়া কৈলাস পুরী,
ত্যজিয়া সে ত্রিপুরারি,
মোক্ষ প্রদানিতে এলে হে মোক্ষদায়িনী !

তোমার শীতল বক্ষে ত্যজিব জীবন !—
এই সাধ আছে মনে,
জুড়াব তোমার সনে,
ও পুণ্য সলিলে তব মুদিব নয়ন !

ক্ষুদ্র এই সাধ টুকু মিটিবে কি হায় !
আমার নয়ন ধারা
তোমার শীতল ধারা
উভয়েতে সমভাবে বহিবারে চায়।

অশ্রু ।

অশ্রু।

অশ্রুই জীবন পথে প্রকৃত সম্বল।
অশ্রু নাই যার তার জীবন বিফল।
অশ্রু মুক্তা, অশ্রু রত্ন, জগতের সার।
পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী অবনী মাঝার।
অশ্রু ব্যথা, অশ্রু হাসি, বিচিত্র সুষমা।
প্রিয় হতে প্রিয়তর—চির প্রিয়তমা।
অশ্রু জ্ঞান, অশ্রু ধ্যান, অশ্রুই ধারণা।
অশ্রু প্রাণ, অশ্রু মন, ঈশ্বর প্রেরণা।
অশ্রু স্পর্শে হীন ধাতু সোণা হয়ে যায়।
এমন পরশমণি কে পাবে কোথায়!
মূক চিন্তা অশ্রু স্পর্শে হয় ভাষাময়
অশ্রুর অভাবে হয় ভাবের প্রলয়।
অশ্রু রূপ, অশ্রু রস, অশ্রু গন্ধ সার।
অনন্ত রহস্যময়ী সঙ্গিনী আত্মার।

নীরবে

নীরবে।

নীরব এ মন, নীরব জীবন,
নীরব নীরব সব ;
নীরব জনম নীরব করম
নীরব আমার ভব।

নিশার স্বপন নীরব যেমন
কোলাহল নাহি তার ;
নীরব হৃদয়ে নীরবে কাঁদিয়ে
তেমনি রচিনু হার।

নীরবে এসেছি নীরবে যাইব
কারে ডাকিব না আর ;
নীরবে রহিব নীরবে কাঁদিব
নীরবে বহিব ভার।

নীরবে কানন করিয়ে ভ্রমণ
নীরবে তুলিব ফুল ;
যতন করিয়া নীরবে বসিয়া
গাঁথিব কুসুম কুল।

নিরবে

নীরবেতে ডালা ভরিয়াছি মালা
দিব বা কাহার গলে ;
নীরব দোসর কোথা পাব নর ?—
নীরবে আপন গলে

পরিয়াছি তাই ; কোন দুঃখ নাই
সঙ্গী নাহিক বলে ।
নীরব আকাশে সুধাংশু ত ভাসে
নীরবে তারকা জ্বলে ।

নীরবতা চিনি নীরবতা জানি
নীরবতা ভালবাসি ;
এ অধরে সদা দেখিবে সর্ব্বদা
নীরব নিথর হাসি ।

নীরবেতে চাই নীরবে ঘুমাই
নীরবে জাগিয়া রই ;
নীরব কাহিনী, কে আছ সঙ্গিনী,
নীরবে শুনিতে সই !

বাল্যস্মৃতি।

বাল্যস্মৃতি।

বাল্যস্মৃতি টুকু হৃদে জাগিছে আমার।
ছাইয়া পরাণ মোর
নেমে আসে ঘুম ঘোর
গোধূলীর ছায়ে যেন সন্ধ্যার আঁধার।

শৈশবে যৌবনে প্রাণে ছিল কত সাধ।
স্নেহ ভালবাসা পেয়ে
সদাই সঙ্গিনী লয়ে
খেলেছিনু কত খেলা ছিল না বিষাদ।

পৌর জনে ছিল [illegible] জনক ভবন।
একে একে আজি তারা,
কালের অতলে হারা;
অথবা যে বেঁচে আছে সে নয় সে জন।

অকালে তারা যে সবে গিয়াছে চলিয়া।
একাকিনী আছি বসি
তারা কি ডাকিবে আসি
মনে কি রেখেছে যারে গিয়াছে ফেলিয়া?

স্মরণ

কমলিনী নিরূপমা সঙ্গিনী আমার
ছিলাম তোদের সনে
আনন্দ প্রফুল্ল মনে
হায়রে অকালে ছায়া ত্যজিলি সংসার !

ভাবি যে তোদের কথা নিত্য নিরজনে ।
ছোট বড় সব কথা
মরমে রয়েছে গাঁথা
তোরা সখি মোরে ভুলে আছিস কেমনে !

সেইত সকলি আছে শুধু তোরা নাই !
চাঁদের উদয় আছে,
'আজ' গেলে 'কাল' আছে,
'দেওয়ান খানার ছাতে' দেখিতে না পাই !

স্মৃতির সে যাদুঘরে সব্ আছে সই ;
তুচ্ছ বাক্যে অভিমান
লুকায়ে পুকুরে স্নান
কাসুন্দি, কুলের টক লো রহস্যময়ী !

রহস্যে রহস্যে হত নিশি অবসান ;
নব স্বামী সোহাগিনী
ভ্রুকুটিতে কে ভামিনী
জিনেছে পতিরে, তারি আদান প্রদান ।

যাবত সবাই চলে এক এক করে,
আবার ত আসে ঘুরে
জন্মান্তরে ফিরে ফিরে
শুনেছি চিনিতে পারে পূর্ব্ব স্মৃতি ধরে।

তোরা কি আবার সখি এসেছিস হায়!
দেহান্তে শরীর পেলে
সে দেহ যদি না মেলে
জাতিস্মর হয়ে তবে আয় তোরা আয়!

বসন্ত।

বসন্ত।

আসিল বসন্ত পুনঃ বহে মৃদুবায়।
কোকিল গাহিছে গান,
কুহুরবে ধরি তান,
পাপিয়ার 'চোখ গেল' ওই শুনা যায়।

সোহাগিনী ফুলবালা ছিল ঘুম ঘোরে।
হেলে দুলে করে খেলা
কুসুম রাশির মেলা
চমকি থমকি যেন সাধে মনচোরে।

বাঁশরী বাজিছে সদা নব নব তানে।
মরমে পশিছে আসি
সমীরণে ভাসি ভাসি
কত মধুস্মৃতি জাগে বাঁশরীর তানে।

নব কিশলয় কিবা শোভে চারি ধারে।
শ্যামল বিটপী দল
করিতেছে ঝলমল
বসন্ত মলয় আসি চুমিতেছে তারে।

মিলন

প্রকৃতি নূতন সাজে সাজিল কেমন।
বহিছে মধুর বায়
নিশানাথ ডাকি তায়
দিতেছে সোহাগভরা প্রেম আলিঙ্গন।

সাদরে সম্ভাষ কারে ওহে সুধাময়?
বাহু প্রসারিছ কারে
বিরহ ব্যথার ভারে
যে ছিল তাহার ব্যথা ঘুচালে সদয়?

অধর চুম্বনে ভরা আরক্ত মুখানি।
বিরহিনী পতি পায়;
বক্ষে বক্ষ উথলায়
অনন্ত—অনন্ত হ'ক এ মধু যামিনী!

শশধর ।

শশধর।

কে তুমি গো শশধর গগনে উদয় হলে?
চিন্‌না তোমারে মোরা,
অযাচিত সুধা ধারা,
মিলায়ে কিরণ সাথে জগতে ছড়ায়ে দিলে?

সাথে লয়ে নিশিথিনী এস যাও দেখা পাই।
সারা নিশি জাগরণে,
কাটাও তারার সনে
কে তুমি গো সুধাকর তোমারে সুধাই?

প্রভাতে অরুণোদয়ে কেন তুমি অস্ত যাও?
বারেক বল গো মোরে,
কেন গো সাঁঝের ঘোরে,
ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনঃ পক্ষে পক্ষে দেখা দাও?

আস যাও তবে কেন বল গো কওনা কথা?
অভিমান কেন কর
বল ওগো সুধাকর
বুঝি বা মরমে তুমি পাইয়াছ বড় ব্যথা?

প্রিয়া

জ্যোছনা ছড়ায়ে তুমি বসে আছ নিরিবিলি।
চকোর চকোরী আসি
পান করে সুধা রাশি
দিতেছ তাদের তুমি অকাতরে সুধা ঢালি।

ছুঁতে যে পারিনা তোমা আছ তুমি বহু দূরে।
সাজাতে বাসনা হয়
করিয়া কুসুম চয়
কি ফুলে সাজাব তোমা অন্তরের সাধ পূরে!

তোমারি রূপেতে যে গো এ জগৎ আত্মহারা।
শোক তাপ দূরে যায়
বসিলে তোমার ছায
নিত্য নব ভাবে স্বপ্নে হই গো উদাস পারা।

এস নিরজনে বসি খুলি গো মনের দ্বার।
জীবন ফুরায়ে যাবে
আর নাহি দেখা হবে
এ প্রাণ ঢালিয়া চাঁদ দিব তোমা উপহার।

এ দেহের অবসানে পাব কি তোমার দেখা!
বারেক বল গো মোরে
এস তুমি কাছে সরে
জগতের শান্তি তুমি কবির কল্পনা সখা!

কি মোহিনী মন্ত্র জান বল তুমি তারানাথ।
প্রাসাদ দেউল চূড়া
পোড়ো বাড়ী ভাঙ্গা বেড়া
তব স্পর্শে হয় যেন স্বর্গ রূপে প্রতিভাত !

তোমার ও স্নিগ্ধ জ্যোতি জুড়ায় পরাণ মন।
নিতুই নেহারি তোমা
নব তবু ও সুষমা
নিতুই নবীন তুমি কভু নহে পুরাতন।

বাঁশরী।

বাঁশরী।

১

বাঁশরী ডাকিছে মোরে রাধা রাধা বলে।
শুনগো প্রাণের সই,
বাঁশরী বাজিছে ওই ;
যাই আমি ত্বরা করে যমুনার কূলে
—ওই কদম্বের মূলে।

২

কতই ছলনা করে কাঁদায় আমারে !
চলগো ব্রজের বালা
দেখিগে প্রাণের কালা
বাঁশরী বাজিছে সদা আমারো অন্তরে
—বড় সুমধুর স্বরে।

৩

যাই চল ত্বরা করি কালা দরশনে।
বাঁশরী ডাকিছে মোরে,
কেমনে রহিব ঘরে,
কাঁদিয়া লুটাব আমি তাহার চরণে ;
—এই আকুল পরাণে।

আমাকে কাঁদাতে সে যে পাতে কত ফাঁদ।
তাহারি বিরহে মন
কাঁদিতেছে অণুক্ষণ
নিঠুর কঠিন বড় ওই কালাচাঁদ ;
—তাই পাতিয়াছে ফাঁদ।

সে যদি বুঝিত সখি রাধিকার মন !
তাহলে এমন করে
কাঁদাত কি বারে বারে
লুকাত কি, লুকাত কি দিয়ে দরশন
—হায় ! রাধিকা রঞ্জন।

কাঁদিয়া সাধিব সখি চরণে তাহার।
সে যদি গো যায় চলে
ত্যজিব যমুনা জলে
জনমের মত এই জীবন আমার ;
—সখি ফিরিব না আর।

সে কিগো জানে না সখি আমি যে অবলা।
না পারি যাইতে কাছে,
ঘরে ননদিনী আছে ;
বাঁশরী বাজায় শুধু বাড়াইতে জ্বালা ;
—তাকি বোঝে না সে কালা !

মিলন

ডেকে নিয়ে এস সখি নিকুঞ্জবিহারী।
দূর হতে দেখি তারে
ফিরিয়া আসিব ঘুরে
এ পরাণ কাঁদিতেছে না হেরি শ্রীহরি ;
—বুঝি প্রাণেতে বা মরি !

ওই যে আবার কালা বাঁশরী বাজায় !
ও বাঁশী শুনিলে কাণে
টান পড়ে কুল মানে
বারেক তাহারে সখি ডেকে নিয়ে আয়।
—সখি বাঁচাও আমায় !

কি বলিব তোরে সখি আমার যাতনা !
বলগো কালারে বল
রাধার মরণ ভাল
কুলনারী হয়ে তার একি বিড়ম্বনা !
—এ যে অনন্ত বেদনা।

না সখি আমিই যাই যমুনার কূলে।
সে যদি না আসে হেথা
আমার হৃদয় ব্যথা
উপহার দিয়ে আসি শ্রীচরণ তলে
ওই যমুনার কূলে ;
—ওই কদম্বের মূলে !

নিমেষের তরে।

নিমেষের তরে।

নিমেষের তরে এসেছিল হেথা
আনমনে পথ ভুলিয়া ;
নিমেষে জানালে মরমের ব্যথা
আঁখিপানে আঁখি তুলিয়া ;

নিমেষের দেখা নিমেষে ফুরাল
স্বপনেরি মত সহসা ;
এ পরাণে মম জাগিয়া রহিল
শুধু স্মৃতি শুধু পিয়াসা।

দেখেছিনু তারে ওই ফুলবনে
বনমালা গলে দাঁড়ায়ে ;
কাতরে চাহিনু তার মুখপানে
ধীরে ধীরে গেল চলিয়ে।

থুয়ে গেল তার গাঁথা মালা হেথা
ব্যথাটুকু দিয়ে আমারে ;
সে দিন হইতে ব্যথা গুলি গাঁথা
রহিল হিয়ার মাঝারে।

মিলন

যেন সে চকিতে লুকাল কোথায়
নাহি পেনু তারে সাধিতে ;
ফিরে দেখা তার পাব না কি আর
জনম রহিল কাঁদিতে !

বিরহের ব্যথা কেন সে দে গেল
ফুলবনে মৃদু হাসিয়ে ;
কেন ফুলহার গেঁথে থুয়ে গেল
নয়নের জলে ভিজায়ে !

বিষাদের হাসি হেসে চলে গেল
বিষাদ সাগরে ডুবায়ে ;
আদরিণী মোর সুদূরে কোথায়
হৃদি ছেড়ে গেল লুকায়ে ।

কেন দেখা দিয়ে লুকাল আবার
ব্যথিত করিল আমারে ;
সদাই জাগিছে মুখানি তাহার
শূন্য হৃদয় মাঝারে !

ধূলাখেলা।

মিলন

ধূলাখেলা।

সেই যে শৈশবকালে
কত ধূলাখেলা
ভাঁড় খুরী লয়ে আর
পুতুলের মেলা।

পাতিব সংসার সেথা
মিটাইব সাধ;
কেন গো পাড়িল এবে
সেই সাধে বাদ।

বাঁধিনু এ খেলা ঘর,
সাজানু আবার;
গাঁথিনু বন্ধন মালা
বিনা সূতে হার।

বসেছি আবার হেথা
খেলিবার তরে;
দেখিব কেমনে বিধি
আমারে নিবারে।

মিলন

কেবা সে নিঠুর বিধি

পাই, যদি দেখা

সুধাই বারেক তারে

কপালের লেখা।

একি শুধু দাবা পাশা

খেলা মানবের ?

আত্মার সে যোগাযোগ

শুধু দুদিনের ?

কেন বিধি আগু পিছু

কর তুমি এত ;

সাধের এ খেলা ঘর

ভাঙ্গ অবিরত ?

ছেড়ে দাও ; চলে যাও ;

ঘুচাও নিয়তি ;

খেলা শেষে এক সাথে

যাব ; এ মিনতি।

তোমার সবি ত খেলা।

খেল নিশি দিন।

আমাদের যত দোষ

বলে কি অধীন ?

শ্রীশ্রীজগন্নাথ ।

১

শ্রীশ্রীজগন্নাথ।

ভক্তিপূত মনে হেরবে নয়নে
ওই কালরূপ নীলাদ্রি বিহারী
হেন রথোপরে কিবা শোভা ধরে
রয়েছেন প্রভু বৈকুণ্ঠ বিহারী।

লয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ হইল গৌরাঙ্গ
অবতীর্ণ শুধু জীবেরই তবে;
কত পাপী তাপী আর মহাপাপী
তরে যায় পুনঃ হেরি রথোপরে!

কিবা রূপ তাঁর কিবা চমৎকার
কালরূপে ধরা করিছেন আলো;
সর্ব্বদুঃখহারী বহুরূপধারী
রূপ হেরি কর নয়ন সফল

ধর গোবর্দ্ধন, পাতকী তারণ,
দয়া করে যদি দিলে গো দেখা;
ভক্তিহীন জীবে, দয়া কর সবে,
ঘুচাও তাদের অদৃষ্ট লেখা!

এ ভব বন্ধনে রহিব কেমনে
ওহে জগবন্ধু তুমি ফিরে চাও ;
কর তমোনাশ, রাখ তব পাশ,
অনিত্য সংসার ভুলিবারে দাও ।

ছিলে বৃন্দাবনে গোপীজন সনে
যশোদা মায়ের জীবনের ধন ;
রামরূপ ধরে লঙ্কার ভিতরে
পশিয়া নাশিলে রক্ষেন্দ্র রাবন ।

প্রহ্লাদে রাখিতে আসিয়া স্তম্ভেতে
হিরণ্যকশিপু করিলে সংহার ;
রথের সারথী হলে মহারথী
অর্জ্জুনের সখা ভব কর্ণধার ।

কুরুকুলগণে গ্রাসিলে কেমনে
বিশ্বরূপ ধরে তুমি বিশ্বপতি ;
ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ তুমি হে গোবিন্দ
করিলে তাহার এতেক দুর্গতি ।

করে কংশবধ ঘুচালে বিপদ
দেবকী নন্দন তুমি বিশ্বাধার ;
ধ্রুবরে রাখিলে চরণ কমলে
যুগে যুগে তুমি হলে অবতার ।

মিনতি

দেখ দেখ মন শ্রীহরি চরণ

সার্থক হইবে জনম তোমার ;

ওহে গদাধর সর্ব্ব দুঃখহর

দূর কর প্রভু ভব দুঃভার ।

বারেক শ্রীহরি ধরগো বাঁশরী

হেরি তব রূপ মদন মোহন ;

রাধা রাধা বলে যমুনার কূলে

শ্রীরাধার প্রেমে গাহিতে যেমন ।

হাতে লয়ে অসি হয়ে মুক্তকেশী

দাঁড়াও বারেক মুণ্ডমালা গলে ;

হয়ে কৃষ্ণকালী ওহে বনমালী

রাধার দক্ষিণে ঈষৎ হেলে ।

বহু দূর হতে এনু জগন্নাথে

চাঁদমুখ তব দেখিবার তরে ;

তুমি জগবন্ধু দাক্ষিণ্যের সিন্ধু

পুণ্য পদ তলে বাঁচিব মরে !

তাপিত এ প্রাণ দেখ ভগবান

জ্বালিছে অন্তর চাও একবার ;

প্রলেপ এ ক্ষতে দাও কোন মতে

তুমি গো শ্রীবিষ্ণু ভেষজের সার ।

নিবেদন

এ বুক বিদারি দেখ গো শ্রীহরি
নিবিড় জমাট অশ্রুর স্তূপ ;
করুণার তাপে গলাও গো পাপে
হক কৃপায় তব সাগর কূপ !

তপোবন।

তপোবন।

কি সুন্দর তপোবন হেরিনু নয়নে।
অনুপম শোভা তার নয়নে না মনে?
চারিদিকে গিরি শ্রেণী সারি সারি কত;
অনন্ত গগন শোভে চন্দ্রাতপ মত।

পর্ব্বত শিখরে হলে চাঁদের উদয়
মানব হৃদয়ে যেন সুধা ধারা বয়।
চুমিছে গগন আসি গিরির শিখরে;
তারকা-দুকুলে নিশি ঝল মল করে।

শাখায় প্রশাখাগুলি ফল ফুলে শোভে;
অলি আসে পাখী আসে তাহাদেরি লোভে।
নীচে সরু পথ ভাঙ্গি উপত্যকা মাঝে
চলেছে পথিক কত নিজ নিজ কাজে।

তপোবনে সাধু সবে ধ্যানে নিমগন;
সাধুর আশ্রম হেরি এই তপোবন।
পর্ব্বত গহ্বরে যত সাধনের স্থান;
হেরি কি সুন্দর দৃশ্য বিধির নির্ম্মাণ।

মিলন

নিশায় চাঁদের শোভা হেরি গিরিশিরে ;
ভেসে যায় কত মেঘ নিকটে ও দূরে।
ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলি ছেয়ে দেয় চাঁদে ;
বিরহে প্রকৃতি রাণী কাঁদিছে বিষাদে।

দেখিলাম নদী বক্ষে বালুকার রাশি ;
সরাইলে তবে নীর উঠে পরকাশি।
মূঢ় জীব চলে যায় বিদলি তাহার
ধূসরে শ্যামল বক্ষ পীযূষ আধার।

চরণে দলিত করি চলিতেছি মোরা ;
বারেক সুধায়নাক আমরা যে কারা।
অদূরে কুটীরগুলি শোভে সারি সারি ;
তপোবন উপবন কিবা কারিকরি।

তপোবন উপবন নদীর চরণে
করজোড়ে প্রণিপাত ভক্তিসিক্ত মনে।

চাতকিনী।

চাতকিনী।

কে তুমি গো চাতকিনি সুধাই তোমারে।
গগনে উড়িয়া যাও
কোন দিকে নাহি চাও
"দে জল" "দে জল" বলি ডাকিছ কাতরে।

তোমার পরাণে কি গো এতই পিপাসা?
বিরাম বিশ্রাম হারা
মাগিতেছ বারিধারা
এমনি করিয়া তব মিটিবে এ তৃষা?

ডাকিছ ফটিক জল আকুল পরাণে।
ওই লক্ষ্য ওই আশা,
ওই তোর ভালবাসা,
ওই কি প্রাণের ভাষা জীবনে মরণে?

স্বাধীন জীবনে মুক্ত রয়েছ সদাই।
তবুও বিষাদ কেন
মরমে পশিল হেন?
চাতকিনি তাই তোরে তাইলো সুধাই।

গাহিছ আপন ভাবে কাঁপায়ে গগন।
আর কিছু নাহি কথা ;
"দে জল" এই কি ব্যথা ?
বেঁধেছে কি বুকে তোর ; ঝরিছে নয়ন !

চাতকিনি এস কাছে দিবগো তোমায়
এ আঁখিতে যত জল
নিত্য করে ঢল ঢল ;
তাতে সখি তৃষ্ণা তোর মিটিবে না হায় !

আমিও তোমার সাথে বেড়াব উড়িয়া।
যত অশ্রু যেথা আছে
ভিক্ষা মেগে লব যেচে ;
দিব জল তৃষ্ণা ভরে আকণ্ঠ পূরিয়া।

বড় সকরুণ তোর মর্ম্মভেদী স্বর।
ও স্বর স্বপনে পাওয়া ;
ও স্বর নন্দনে গাওয়া
ও স্বর আবেশময়ী ; কাছে থেকে দূর।

বহু রাজ্য বহু দেশ দেখিয়াছ তুমি
আমার হৃদয় মত
ধূসরেতে পরিণত
সব দেশ, সব গ্রাম ?—সবি মরুভূমি !

আয় মোর কাছে আয়; করি প্রাণপণ

তৃষ্ণা ভরে জল দিব;

বুক ভরে প্রেম দিব;

সর্ব্বস্ব করিব আমি তোরে সমর্পণ!

গোলাপ।

গোলাপ।

কে তুমি রূপসী বালা ফুটেছ কাননে ?
তোমার মধুর আশে,
ভ্রমর উড়িছে পাশে,
সাধিছে তোমারে মৃদু গুণ গুণ গানে।

সন্ধ্যার আগমে তুমি ফুটেছ সোহাগে।
সুষমা সৌরভ লয়ে,
অলিকুল মাতাইয়ে,
প্রেম বিতরিছ বসি নিজ অনুরাগে।

পবনে করিয়া ভর নাচ কত রঙ্গে।
মুগ্ধ হয়ে যায় প্রাণ,
অলি গায় প্রেম গান,
হিল্লোল বহিয়া যায় রূপের তরঙ্গে।

সমীরণ বহে আনে প্রেমের বারতা।
কত রঙ্গ তার সাথে,
মধুর মলয় বাতে;
চুম্বনে চুম্বনে ফোটে প্রণয়ের কথা।

আমারো হৃদয় সখি তোমারি মতন।
সোহাগ পরশে জাগে,
দীপ্ত নব অনুরাগে,
ফুলমণি, সোহাগিনী, আদরের ধন।

কলিকা বয়স তোর বড়ই সুন্দর।
ব্রীড়াময়ী হাসি মাখা,
অধরে অলক্ত রেখা,
সলজ্জ করুণ দিঠি বড় মনোহর।

ফুটন্ত বেলাও তুমি মনোরমা সই।
প্রৌঢ়া গৃহিণী প্রায়,
গেছে লজ্জা, গেছে ভয়,
গম্ভীর সৌন্দর্য্যে তবু চির হাস্যময়ী।

কিবা বনে কি কাননে তুমি চির রাণী।
রাজার নন্দিনী তুমি,
রাজ বধূ, রাজা স্বামী,
বিচিত্র নিকুঞ্জ মাঝে আরক্তিম বাণী।

একটি রহস্য শুধু বুঝিতে না পারি।
এমন কোমল দেহ,
এমন শীতল স্নেহ,
কাঁটা আবরণে কেন রেখেছ আবরি?

মানব পরশ হতে মুক্তি পেতে চাও ?
হায় মুগ্ধে তারি আশে
কাঁটা বসায়েছ পাশে
গরাবনী দূর হতে ঐশ্বর্য্য বিলাও !

নিরাশা

নিরাশা।

এস গো নিরাশা এস আশা সহচর,
নবীন অতিথি তুমি পুরান দোসর।
তুমি গো এসেছ যবে
আর কি ভাবনা তবে
নিত্য সহচরী আশা আছে সে কেমন,
তারে ফেলে একা এলে কেন এ ভবন ?
তব দত্ত আঁখি জল
বহিবার যোগ্য বল
আছে কি না আছে তাই এসেছ দেখিতে ;
নব ব্যথা উপহার পুনঃ প্রদানিতে ?
তোমার আঁধার ঘোর
ব্যাপ্ত এ জীবনে মোর
কোন রন্ধ্র পথে আলো আসে কি না আসে
তাই কি দেখিতে এলে দুঃখিনী সকাশে !
এলে যদি এস এস
হৃদয়ের তরে বস
দেখে যাও রাজ্য তব আত্মীয় আমার ;
রেখে যাও নব চিহ্ন তব মহিমার।

আবার নবীন করে
প্রদানিব কোন করে
নির্দ্দেশিয়া যাও বলে হে রুদ্র রাজন!
সহিতে পারি কি দেখি নবীন শাসন!

এক আছে নিবেদন
শুন রাজা সে বচন,
যুক্ত করে পায়ে ধরি সুধাই তোমায়
কি নজর পেলে দেবে রেহাই আমায়?

আশা।

আশা।

তোর তরে প্রাণ ধরি,
তুই নিত্য সহচরী
আয় আশা ফিরে আয় হৃদয়ে আমার;
যমজ ভগিনী মোরা সংসার মাঝার।

ছিঁড়িয়া গিয়াছে মোর
হৃদয়ের যত ডোর
তুই না থাকিলে আশা সকলি আঁধার!
আয় তবে হৃদি মাঝে জুড়া একবার!

কত কি ভাবি যে মনে,
পড়ে আছি শূন্য প্রাণে,
কেহ না কেহ না আসে অভাগিনী কাছে;—
তাদের হাসির আলো ম্লান হয় পাছে!

রচেছি বিষাদ গান,
গাহিব তুলিয়া তান,
শুনাব তোমারে আমি বড় সাধ আছে;
ত্যজোনা আমারে আশা থেক মোর কাছে।

মিলন

ভাল কি লাগিবে তোর
এ বিষাদ গীতি মোর ?
ঢেউয়ে ভাঙ্গা প্রাণ খানি লাগিবে কি ভাল ?
উজ্জ্বল অন্তরে তোর বিষাদের আলো !

এ হৃদি বিষাদময়
তাই সদা ভয় হয়
তুই পাছে হয়ে যাস বিষাদে মগন ;
তবু ত আমরা দিদি যমজ দু বোন !

সংসারের বহুদূরে
একটু একটু করে
চলে যাই ধীরে ধীরে অনন্তে মিশায়ে।
কোথা সে সুদূর পথ কে দেবে দেখায়ে !

সংসারের বহুদূরে
তোর ইন্দ্রজাল পুরে
দুদিন জুড়াই গিয়ে হক দূর পথ।
নে চল আমারে আশা পূরা মনোরথ।

'ভাল লাগিবেনা সেথা'
তোর তাতে মাথা ব্যথা ?
ওজর অছিলে আর কর না ভগিনী ;
নিরাশা তোমার স্বামী জানি তাহা জানি।

হক নিরাশার রাজ্য
তা বলে কি মোর ত্যজ্য ?
তুই ত সে রাজ্যে রাণী স্বামী সোহাগিনী ;
সে রাণীর ভগ্নী আমি প্রিয় কুটুম্বিনী।

আমার কিসের ভয় ?
লোক লজ্জা নাহি রয়
ভগ্নীর আলয়ে গেলে বেড়াতে দুদিন।
আত্মীয় হলেই আসে ; হল দীন হীন।

তুমিও ত রাজ্যেশ্বরী
বিচিত্র মুকুট পরি
আসিয়াছ তব দীনা স্বস্থর ভবনে ;
কে দেছে তোমারে খোঁটা কোন মর্ত্ত্য জনে ?

সে দ্বিধা করি না মনে
যাব আমি তোর সনে
গোপনে একটি কথা শুধু গো সুধাই,
কুহকিনী অপবাদ কেন তোর ভাই ?

আজি মনে পড়ে তায়।

আজি মনে পড়ে তায়।

আজি গো আমার বড় মনে পড়ে তায়!
নিশীথে বকুল তলে,
ভেসেছিল আঁখিজলে,
বলেছিল সে আমারে "ভুল না আমায়।"
—আজি মনে পড়ে তায়।

লুকায়ে রেখেছি হৃদে কথাগুলি তার।
সে সব সুখের দিন,
গেছে চলে বহুদিন;
শুধু মম হৃদি মাঝে স্মৃতি টুকু তার
—আজি জাগিছে আবার!

কত কথা উঠিতেছে আমার পরাণে।
এখন সে মিষ্ট ভাষা,
হৃদয়ে আনিছে আশা;
জুড়াইবে দগ্ধ চিত পুনঃ কি জীবনে,
—তাই জাগিতেছে মনে?

কত কথা কহিয়াছি নিভৃত আলয়ে
কত গেঁথেছিনু হার
দিতে তারে উপহার
হায় রে সে সব দিন গিয়াছে চলিয়ে
—কেন উঠিছে জাগিয়ে !

এখন সে সব কথা ভাবিলে আমার
অন্তরে কতই আশা
প্রাণে কত ভালবাসা
উথলিয়া উঠে যে গো কত শত বার
—সেই মূরতি তাহার !

কত যে চাঁদের শোভা দেখিছি দুজনে।
ওই বাতায়নে বসি
শরতের পূর্ণশশী
দেখিয়াছি কত দিন বসি তার সনে
—হায় আকুল নয়নে।

অন্তরে কতই ভাব উঠিত জাগিয়া
বসিলে তাহার পাশে।
কত কথা মনে আসে
প্রকাশিতে নাহি পারি ; সে মুখ স্মরিয়া
—তাই কেঁদে উঠে হিয়া।

হাত খানি ধরে সে যে দেখাইত মোরে
কত অলি মধু আশে
বসিত ফুলের পাশে ;
চুমিত যে শতবার সোহাগের ভরে
—কত সানন্দ অন্তরে।

আজি গো আমার বড় মনে পড়ে তায়।
বসি ওই তরুতলে
ভাসি যেত আঁখিজলে
মাগিত আকুল প্রাণে—"দাও গো বিদায় !"
আজি মনে পড়ে তায় ;
—বড় মনে পড়ে তায় !

ঘুচাও সংশয়।

মরণ

ঘুচাও সংশয়।

তুমি যে আমার বলে এসেছিলে ধরাতলে
ফুটেছিলে আমার কাননে ;
কে তোমারে ছিঁড়ে নিল, এ উদ্যান ভেঙ্গে দিল,
তস্করের মত নিরজনে !

হল কার আঁখিশূল, আমার সাধের ফুল ?—
ফুটিতে না দিল দুটি বেলা ;
প্রভাতে যা ফুটে হায় ! তাই কি শুকায়ে যায়,
এই কিরে বিধাতার খেলা ?

উন্মুখ কলিকা সবে, আছিলে প্রভাতে যবে,
জলসেক করেছি উঠিয়া ;
রবির আতপে পাছে, শুকাইয়া পড় গাছে
সে আতপ দেছি আবরিয়া।

নিশা না আসিতে হেথা, শুকাল সাধের লতা,
এ কানন মরুভূমি সার ;
আর ত ফুটে না ফুল, গাহে না বিহগকুল,
ধূ-ধূ-ধূ-ধূ করে চারিধার।

মিরণ

আমূল উপাড়ি দেছে, মৃণাল ভাঙ্গিয়া গেছে,
আর কি ফুটিবে মৃণালিনী !
তবু ও ত ঊষা আসে, অশ্রু শিশিরে ভাসে,
স্মরি তার জীবন সঙ্গিনী !

প্রভাতের ফুল হয়ে সে যদি আনিত বয়ে
রজনীর মরম বেদনা ।
না হয় থাকিত ঢাকা, ঊষার সমীর মাখা ;
মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড চেতনা ।

না হয় ফুটিত ভোরে ; মুদিত সাঁজের ঘোরে ;
শূন্য প্রাণে করিত সে খেলা ;
না হয় বাঁশির তানে কোকিলের কুহু গানে
ফুটিত সে প্রদোষের বেলা ।

না হয় জ্যোছনা পাতে নিশীথ গভীর রাতে
ফুটিত সে সোহাগের ফুল ;
প্রকৃতির স্তব্ধ বুকে ঘুমায়ে থাকিত সুখে ।
না হয় সে রহিত মুকুল !

কার ভুলে এসেছিল, কি বিধানে চলে গেল,
সে বুঝি গো এ দেশের নয় ?
যেখানে নাহিক ব্যথা বিষাদের মর্ম্মকথা
সেথা গেল ?— ঘুচাও সংশয় ।

প্রবাসে ।

স্মরণ

প্রবাসে।

আপনার মনে বসি বাতায়নে
গাহিব বিষাদ গীতি ;
নীরবে কাঁদিছে পরাণ আমার
জাগিছে তাহার স্মৃতি।

প্রবাসে এসেছি, প্রবাসে রহিব
কারে না জানাব ব্যথা ;
কে আছে আমার স্ব-আবাস ভূমে
কেন না রহিব হেথা ?

এখানেও যাহা সেখানেও তাহা
আঁধার আঁধার বুক ;
স্ব-বাস প্রবাস কে দেখাতে পারে
সেই পরিচিত মুখ !

বিহগীর গানে নাহিক সে সুর
মলয়ে তেমন স্পর্শ ;
চাঁদ সুধা হারা নীলাম্বরে তারা
সেও আজি বীত হর্ষ।

জ্যোৎস্নায় আর　　সে সুষমা নাই
　　কুসুমে তেমন গন্ধ ;
উষার নয়নে　　সে করুণ জ্যোতি
　　রবি সে এখন অন্ধ ।

তবে কেন হেথা　　বৃথা পড়ে রই
　　আকুল পরাণ লয়ে ;
যাই চলে যাই　　যেথা আঁখি যায়
　　মরম যাতনা সয়ে ।

পিক বঁধু আর　　বরষেনা মধু
　　ঢালে না আনন্দ রাশি ;
প্রকৃতি বিষাদ　　কুয়াসায় ঢাকা
　　লুকায়ে রেখেছে হাসি ।

আমারি কি দুঃখে　　মোহিনী প্রকৃতি
　　তুমি গো বিষাদময়ী ?
অনন্ত যৌবনা　　নিত্য নবীনা
　　বল গো আমারে অয়ি !

তাই যদি হয়　　বল তবে বল
　　আমারো পরাণ হায়
নিরিবিলি চায়　　জুড়াইতে জ্বালা
　　তোমার স্নেহের ছায় !

বিরহিনী।

বিরহিণী।

প্রবাসে রাখিয়া মোরে,
রয়েছে কেমন করে ;
বারেক ভাব কি নাথ অভাগী জীবন ?

কোথা বল আছে সুখ,
না হেরিয়ে তব মুখ ?
স্বরগেও নাহি তৃপ্তি বিনা ও চরণ !

তোমাতেই শান্তি পাই
শোক দুঃখ ভুলে যাই
অবাধে সয়েছি ঝড় তোমা মুখ চেয়ে ;

সেই তুমি কাছে নাই
কুল না দেখিতে পাই
ফেলেছে বিষাদ মেঘ এ হৃদয় ছেয়ে।

মরমে আঘাত দিলে
ভরা অশ্রু উথলিলে
বহাতে নূতন পথে নব দুঃখময় ;

এখানেও তুমি সাথী
অনন্তেও গাঁথাগাঁথি
তবে কেন পায় ভয় অভাগী হৃদয় !

কর গো আশীষ মোরে
পাই যেন জন্মান্তরে
সেবিবার অধিকার তোমারি চরণ ;

আর যেন ইহলোকে
বিচিত্র দুঃখের সুখে
অন্তিমে তোমার বুকে মুদি এ নয়ন !

আঁধারে।

আঁধারে।

আঁধার পরাণে কেন
ক্ষীণ এ আলোক রেখা ;
নয়নের কোণে কেন
অশ্রু পুনঃ দেয় দেখা ?

মুদেছিনু আঁখি দুটি
গভীর বিষাদ লয়ে ;
আবার সুখের স্মৃতি
আনিছে আলোক বয়ে।

পড়েছিনু এক পাশে
করিনি কিছুই আশা ;
কখন গোপনে আসি
ঢেলে দিল ভালবাসা।

মরমের অশ্রুধারে
অন্ত্যেষ্টি করেছি যার
সে স্মৃতি কেমন করে
ফিরে আসে পুনর্ব্বার !

নিশীথে একাকী।

নিশিথে একাকী

জীবনে সহিতে যাহা
এসেছি হেথায় ভেসে
সহি গো, সুখের স্মৃতি,
কেন হাত ধর হেসে !

ও হাসি দেখিলে হায়
কত আশা জাগে প্রাণে ;
ও মুখ হেরিলে তব
কত কথা পড়ে মনে।

কেন এত টানাটানি,
প্রীতির উচ্ছ্বাস হেন ;
হৃদয়ে পশিয়া আজি
ঢালিছ অমৃত কেন,

কোথা না খুঁজেছি তোরে
এত টুকু আলো পেয়ে ;
তখন পাইনে দেখা
দিয়েছ আঁধার ছেয়ে।

আজ ত সাধিনে আমি
তবে কেন এলে স্মৃতি ?
গভীর মরম তলে
একটু মধুর প্রীতি

যা আছে কাড়িয়া নিতে
এসেছ আবার সখা ?
দিয়েছ যা লবে ফিরে
তাই কি দিয়েছ দেখা ?

দিলে যদি নিঃস্ব হও
দিয়েছ যা লও তবে ;
কি আর দেখিছ সখে,
আমার সকলি সবে।

যে দিন ত্যজিয়া যাব
সংসারের সাধ আশা ;
যে দিন ত্যজিয়া যাব
স্নেহ প্রেম ভালবাসা ;

যে দিন ফেলিয়া যাব
নারী জনমের সার
সেই দিন পার দিও
অশ্রু বিন্দু উপহার।

মরণের কোলে নাই
প্রণয়ের হাহাকার ;
নীরব উদার অশ্রু
জগতের সারাৎসার !

না পার চাই না তাও
কেন লব উপহার ?
ঋণ-শোধ দিনে এস
গচ্ছিত সে অশ্রুধার।

পথিক।

আন মনে চলে যাও
সুধালে না কথা কও
কে তুমি পথিক ?

যেন শ্রান্ত ক্লান্ত পারা
বুঝি পথ হয়ে হারা
ভুলে গেছ দিক ?

তাই হবে তাই হবে
হে পান্থ দাঁড়াও তবে
উদাস হৃদয়।

এ পথ কাঁকর ভরা
স্বার্থপর এই ধরা
কেহ না সুধায়।

কেহ বসে থাকে ঘরে
কেহ পথে ঘুরে মরে
অদৃষ্টের লেখা ;

মানবের শূন্য প্রাণ
তবু মমতার স্থান
নাহি যায় দেখা।

এখানে সবাই চলে
কর্ত্তব্যেরে পায়ে দলে ;
করে অপমান।

তাই কি ভেঙ্গেছে বুক
তাই কি বিশুষ্ক মুখ
উদাস পরাণ ?

যায় যাক ভেঙ্গে থাক
ভাঙ্গা বুক ভেঙ্গে থাক
ক্ষতি কিবা তায়।

জোড়া দিয়া কাজ নাই
আবার ভাঙ্গিবে ভাই
পাষাণের ঘায়।

কিবা হিত কি অহিত
এ জগত নিয়মিত ;
কঠিন শাসন।

প্রকৃতির ঝঞ্ঝাবাতে
ভাঙ্গে গড়ে প্রতি ঘাতে ;—
রহস্য কেমন।

বুক তব ভাঙ্গা বলে
বদ্ধ নহে আঁখি জলে
আছে তায় গীতি ;

সেই ভাঙ্গা বুকে তব
আছে প্রেম অভিনব
আছে স্নেহ প্রীতি।

যবে বিহগীর সনে
গাহ গো নিজন বনে
আপনা মাতায়ে ;

সে গান পশিলে কাণে
অশ্রু স্রোত টেনে আনে
ধরণী ভাসায়ে।

জগৎ না শুনে যদি
আমি ওগো নিরবধি
শুনিবারে চাই ;

বিষাদে সাধিয়া আনি
কাঁদিয়া বিষাদ টানি
বিষাদে জুড়াই।

হে পান্থ চলেছ ধীরে
অবগাহি আঁখিনীরে
স্মরিয়া যাঁহায়;

সরল হইবে পথ
পূর্ণ হবে মনোরথ
ভালবেস তাঁয়।

চলিও সরল পথে
মুক্তি পাবে বিধি মতে
কেহ নহে কার;

জনপূর্ণ এই দেশ
করুণার নাহি লেশ
সুধু তিনি সার।

মোহন ফাঁস।

নির্ঝরিণী

মোহন ফাঁস।

দিন রাত দিন রাত
একি মনে হয় ?
দিন রাত ভাবি তবু
তবু মিটেনা সংশয়।

আপনার জন বলে
ভাবিত যাহারা
অনন্তের কোলে কোথা
লুকাল তাহারা ?

ডাকিত আমারে যারা
স্নেহ মিষ্ট ভাষে ;
প্রাণ সদা পড়ে রত
যাহাদের পাশে,

সে স্নেহ বন্ধন তারা,
ছিঁড়িল কি করে ;
নিতান্ত পরের মত
ছেড়ে গেল সরে ?

১৯৩

গিঁরো

তারা ত সরিয়া গেল
কিন্তু একি হায়
শত ফাঁসে বেঁধে গেল
কেন গো আমায় ?

এ গিরা খুলিতে পারি
সাধ্য নাহি মোর।
খুলিতেও সাধ নাহি
এ বন্ধন ঘোর !

বেঁধেছ ক'রেছ ভাল
বন্ধনি জীবন ;
ভক্তির গ্রন্থিতে বাঁধা
নর নারায়ণ

শুধু বেঁধে দাও ওগো
এক গ্রন্থি আর
অনন্তের সাথে গেঁথে
জীবনের পার।

সমুদ্র ।

সমুদ্র।

ওহে রত্নাকর তুমি কি সুন্দর
মোহিত সকলে তোমারে হেরে;
কত ঢেউ আসে তুলা সম ভাসে
আছাড়িয়া পড়ে কভু বা তীরে।

তোমার গর্জ্জন কে বলে ভীষণ
গুরু গম্ভীর নিনাদময়,
কোথা জোর ভাঁটা কে বুঝিবে সেটা,
তোমার মাঝারে সৃষ্টির লয়।

অনন্ত গগন শোভিছে কেমন
তোমার বক্ষে ঢলিয়া পড়ে;
ওই পরপার চুমিছে তোমার
সুনীল অধর আবেগ ভরে।

উদয় যখন চাঁদের কিরণ
দ্রবিত হীরক তোমার বুক।
সে দৃশ্য মোহন অতি সুশোভন
শোক মূঢ় তাঁরো জুড়ায় বুক।

হাসিছে প্রকৃতি মানব অকৃতি
ভাবিছে তোমারে করেছে জয়।
জানে সে স্বভাব তোমার প্রভাব
তারো হাসি তাই রহস্যময়।

তব ঢেউ গুলি আসে ফণা তুলি
ভেঙ্গে পড়ে পুনঃ চড়ায় লেগে ;
যেন শ্বেত ফণী শিরে শ্বেত মণি
দংশিতে আসিছে আস্ফালি বেগে।

তোমার এ পারে বসে থাকি তারে
চেয়ে থাকি ঐ অনন্ত সলিলে ;
ঢেউ ওঠে কত ঢেউ ভাঙ্গে কত
ভাসায়ে নেযায় হৃদয় কুলে।

সকলি ফুরাবে কলি শেষ হবে
তুমি শুধু রবে অনন্তময় ;
বৈকুণ্ঠ বিহারী স্বরূপ ধারী
তাঁহারি প্রভাবে সকলি হয়।

নির্ব্বাণ মুখে।

নির্ব্বাণ মুখে।

পড়েছি নির্ব্বাণ মুখে,
অজ্ঞান আঁধার বুকে ;
তিলে তিলে জীবনের জ্যোতি অবসান !

শেষের সময় এল,
জ্ঞানের প্রদীপ জাল ;
অজ্ঞান তিমির সাথে যাবে না এ প্রাণ !

নিভ নিভ হয়ে আছে,
তবু আছে ওই পাছে
সুপ্ত শিখা ;—জাগাইয়া দাও একবার।

বাসনা-পলিতা যত
ভস্মে হক পরিণত ;
উড়ে যাক ভস্ম হয়ে অশান্তির সার।

গাঢ় অন্ধকার পথে
চলিয়াছি কোন মতে,
দেখি নাই দেখি নাই চলেছি কোথায় ;

নির্ব্বাণের মুখে আলো
চমকি নিবিয়া গেল—
সারাটি জীবন হেঁটে—এনু কুয়াসায় !

প্রদোষের ক্ষীণ আলো ;
তাই হ'ক সেই ভাল ;
মরণ ত চিরদিন অন্ধকারি পথ ।

আঁধারে মিশিতে যাই,
আলো প্রয়োজন নাই ;—
কিবা কাজ জ্ঞানে ধরা সৎ কি অসৎ ?

সে না হবে, সে না হবে,
জ্ঞানের রবির যবে
মোহধ্বান্ত অবসানে—হইবে উদয় ;

সে আলোক শিরে ধরি
গুরু পদ অনুসরি—
মরণের মাঝে হবে জীবনের লয় ।

বিদায়।

বিদায়ের দিন আজি মোর।
সাধিতে এসেছি পায়,
এ প্রাণ বিদায় চায়
বেঁধনাক আর আশা ডোর!

ধীরে ধীরে ভেসে যাক্ প্রাণ
সংসারের অন্ত যেথা;
চির শান্তি কোলে সেথা
গাব মৃদু মরমের গান।

ফেলিবনা আর অশ্রুবারি।
পাষাণে বেঁধেছি বুক,
সবে এবে যত দুঃখ,
এ হৃদয় পাষাণ আমার।

চেয়ে দেখ নয়নে আমার।
শুধু দৃষ্টি টুকু আছে;
কটাক্ষ বিদায় নেছে;
নয়নে সে ভাষা নাহি আর!

ছিনু তব স্মৃতিটুকু লয়ে !
মিলনের শেষ রাতে
আজি বিদায়ের সাথে
তাও যায় !—কি ভাবিছ চেয়ে !

দেখা শুনা হ'ল এবে শেষ !
'যাই' যে বলিতে নাই ?
'আসি তবে' বলি তাই ;
দেখ চেয়ে মোর নব বেশ !

ওই শোন ডাকিছে আমায় !
আজি মরণের গান
গেয়ে করি অবসান ;
প্রাণখুলে শুনাই তোমায় !

বিদায়ের দিন আজি হায় !
হাসি মুখে প্রাণ ভরে
মিলনের শেষ করে
দাও তবে !—বিদায় ! বিদায় !

প্রথম ছত্রের সূচী।

প্রথম খণ্ডের সূচী।